দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... ৪ MAY ১৯৯৫...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১......

ঢাবি আবাসিক সংকট নিরসনে সরকারের কাছে অর্থ চেয়েছে

॥ সাইদুর রহমান ॥

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সংকট নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হল, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ভবন এবং নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৫০ কোটি টাকা চেয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সংকট নিরসনে আশ্বস্ত করেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালক জহিরুল হক বলেন, সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনসহ বিভিন্ন সংকট নিরসনের জন্য প্রাথমিকভাবে আড়াইশ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। সরকারের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৈঠকও করেছেন। তারা কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন।

নতুন কোন হল নির্মাণ করা হয়নি। অথচ কয়েকগুণ ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দশ বছর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোন হল নির্মাণ করা হয়নি। অথচ এই সময়ে কয়েকগুণ ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। বর্ধিত ছাত্র ভর্তির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র আবাসন সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সংকটের কারণে বর্তমান ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এক প্রকার মানবেতর জীবনযাপন করছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবনেরও সংকট দেখা দেয়। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালক পরিকল্পনামন্ত্রী এর সঙ্গে বৈঠক করেন। এর আগে তারা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। দুই মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের সংকট নিরসনের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছে বিশেষ অনুদানের জন্য ২৫০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনটি ইতিমধ্যে সরকারের আগামী অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই একনেকে এটি অনুমোদন হতে পারে বলে জানা গেছে। তবে এই প্রকল্পের আগে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ প্রকল্প থেকে প্রায় দুই কোটি টাকা দেয়া হয়। যেসব ভবনের বিষয়ে সরকারের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে সেগুলো হলো-ফজলুল হক মুসলিম হলের দক্ষিণ পাশে ছাত্রদের জন্য ৫তলা বিশিষ্ট এক্সটেনশন ভবন নির্মাণ করতে ৬ কোটি টাকা, জহুরুল হক হলের সামনে খেলার মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে ১০ তলা বিশিষ্ট এক হাজার আসনের নতুন ছাত্র হল নির্মাণে ৪০ কোটি টাকা, রোকেয়া হলের জরাজীর্ণ ভবন ভেঙে নতুন ১০ তলা ছাত্রীহল ভবন নির্মাণের জন্য ১২ কোটি টাকা, এ.এফ রহমান হলের এক্সটেনশন ভবন নির্মাণে ২০ কোটি টাকা, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণে ৪ কোটি, অমর একুশে হলের ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণে ৪ কোটি এবং শাহনেওয়াজ ছাত্রাবাসে ৫শ' আসনের ১০ তলা বিশিষ্ট আরেকটি ভবন নির্মাণের জন্য ২০ কোটি টাকা।

শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবন

জুনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য টাওয়ার ভবন নির্মাণে ২৫ কোটি টাকা, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য একটি টাওয়ার ভবন নির্মাণে ৩০ কোটি টাকা, শামসুন্নাহার হলের গ্যারেজ ভেঙে আবাসিক শিক্ষকদের জন্য দুই ইউনিটের একটি হাউজ টিউটর ভবন নির্মাণে ১ কোটি টাকা, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য টাওয়ার ভবন নির্মাণে ১৫ কোটি টাকা, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য ৪ ইউনিট বিশিষ্ট ২০ তলা টাওয়ার ভবন নির্মাণে ১৮ কোটি টাকা রয়েছে।

একাডেমিক ভবন

মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ ভবনের ২য়তলা থেকে ৫মতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজে ৫ কোটি টাকা, বিজ্ঞান কমপ্লেক্সের উপরে ষষ্ঠতলা নির্মাণে ৩ কোটি, আইএসআরটি ভবনের উপরে ৫মতলা নির্মাণে ২ কোটি টাকা, প্রশাসনিক ভবনের উত্তর-পশ্চিম অংশের দ্বিতীয়তলা এবং তৃতীয়তলা নির্মাণে ৫ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ও প্রকাশনার জন্য ভবন নির্মাণ এবং আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য ২০ কোটি, হাজী মুহাম্মদ মুহসিন হলের সংস্কারে ২কোটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বা অকেজো পানির লাইন অপসারণ ও পুন:স্থাপনের জন্য ১ কোটি টাকা।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

নব প্রতিষ্ঠিত বিভাগসমূহের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য কাজে ৮ কোটি টাকা। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, প্রথমে সংকট চিহ্নিত করে সরকারের কাছে টাকা চেয়েছি। আশা করছি সামনের অর্থ বছরে এ টাকা পাওয়া যাবে।